ধর্মবিশ্বাসে আঘাত

তুষার ইমরান

e-mail: tushar_imran@yahoo.com

'ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করিও না' - এই উপদেশবানীটি বোধ হয় জন্মের পর হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। ধর্ম কেন্দ্রিক শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখিবার জন্য প্রাচীনকাল হইতেই ধার্মিকদের ইহা একটি অতি কার্যকরী অস্ত্র। সম্প্রতি জনৈক আবদুর রহমান আবিদ ভিন্নমত এবং মুক্তমণায় সর্ব্ব সাধারণের ধর্মবিশ্বাসে আঘাতের ধূয়া তুলিয়া অত্যন্ত সুলিখিত ভাষায় নতুন বোতলে পুরানো মদ খাওয়াইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি খুবই আকর্ষনীয় সন্দেহ নাই। ইমোশোনাল মানুষ এই ধরনের কথা খায়ও বেশ। কিন্তু ইমোশোন সরাইয়া খোলা মাথায় একটু চিন্তা করিলেই আবিদ সাহেবের কথার মারপ্যাঁচটি প্রকাশ হইয়া যায়। আবিদ সাহেব যদি সত্যই মনে করেন যে, কামরান মির্জা, অভিজিৎ রায়, ফতেমোল্লা, আবুল কাশেম, কুদ্দুস খানদের লেখায় আবিদ সাহেবদের ধর্মবোধে আঘাত লাগিতেছে, তাহা হইলে বলিতেই হয় আবিদ সাহেবের ঈমান-আমান আসলে যথেষ্ট শক্ত নয়। এক ধাক্কাতেই তাহাদের মন ভাঙ্গিয়া পড়ে! আর 'মনে আঘাত করা' বলিতেই বা কি বোঝায় ছাই! আমি তো জানি ইন্টারনেট একটি মুক্ত কানন। যাহার যা বক্তব্য নির্দ্বিধায় প্রকাশ করিবে। বিজ্ঞ পাঠকেরা দু'পক্ষের বক্তব্য শুনিবে; যৌক্তক মনে হইলে গ্রহণ করিবে, নতুবা বর্জন করিবে। অযথা এত বিচলিত হইবার কি আছে! তাহারা যদি যুক্তিকে এতখানি ভয় পান আর তজ্জন্য ফতেমোল্লাদের কলম থামাইতে বলেন, তাহা হইলে তো বিপদের কথা। যুক্তির ধাক্কায় বিচলিত হইলে বা উহা গ্রহণে অপারগতা দেখাইলে উহা বরং তাহাদের একগুয়ে মন-মানসিকতা কিংবা হৃদয়গত দুর্বলতাকেই প্রকাশ করে । আমি তো উহা ছাড়া তাঁহার 'ধর্মবিশ্বাসে আঘাত' এর আর কোন মানে খুঁজিয়া পাইলাম না। আবিদ সাহেবের পূর্ব্বর্তী একটি লেখায় দেখিলাম, উনি তবলিগ জামাতের সহিত জড়িত। উনি তাহা লইয়া গর্বিতও বটেন। কই মির্জা সাহেব বা অভিজিৎ বাবুরা তো বলিতেছে না যে তাহার লেখায় বা কাজে তাহাদের মনে আঘাত লাগিতেছে! কেউ তো তাহার লেখা বা কাজ থামাইতেও বলিতেছে না। মনে হইতেছে এই আঘাত লাগিবার ব্যাপারটি ধার্মিকদেরই একচেটিয়া। আবিদ সাহেবের কাছে প্রশ্ন, একই যাত্রায় পৃথক ফল হইবে কেন?

হ্যা, বিশ্বাসের অচলায়তনে আঘাত করিবার প্রয়োজন আছে বই কি! প্রাচীন যুগে মানুষের বিশ্বাস ছিল পৃথিবী সমতল। অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করিত টলেমীর ভূকেন্দ্রীক মতবাদে। তাহা জানিয়াও কি গ্যালেলীও, কোপার্নিকাসরা মানুষের মিথ্যা বিশ্বাস ভাঙ্গিতে উদ্যত হন নাই? কেনই বা রামমোহন বা বিদ্যাসাগরেরা সতীদাহ উচ্ছেদে আগ্রহী হইয়াছিলেন? তাহাদের কাজে কি সাধারণ মানুষের মনে আঘাত লাগে নাই? 'ধর্মবিশ্বাসে আঘাত' এর কথা মাথায় করিয়া তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে আজও পৃথিবী সেই অন্ধকার যুগেই পড়িয়া থাকিত। বেকন, বার্ট্রান্ড রাসেল আর থমাস পেইনের মত পন্ডিত খ্রীস্ট ধর্মকে এক সময় তুলা-ধুনা করিয়াছেন বলিয়াই আজ উহা নখ-দন্তহীন ব্যাঘ্রে পরিনত হইয়াছে। বলাবাহুল্য, তাহারা ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করিতে সাহসী হইয়াছেন বলিয়াই এই পৃথবী রক্ত-পিপাসু ড্রাকুলার রাহুগ্রাস হইতে আজ মুক্ত হইয়াছে। সত্যের প্রয়োজনে, মানবতার প্রয়োজনে দরকার হইলে ধর্মকে আঘাত করিতেই হইবে। ইহার কোন অন্যথা নাই। আবিদ সাহেব ভুলিয়া যান কেন -

'Truth is a pathless land'. Man cannot come to it through any organization, through any creed, through any dogma, priest or ritual, not through any philosophic knowledge or psychological technique. He has to find it through the mirror of relationship, through the understanding of the contents of his own mind, through observation and not through intellectual analysis or introspective dissection. Man has built in himself images as a fence of security - religious, political, personal. These manifest as symbols, ideas, and beliefs. The burden of these images dominates man's thinking, his relationships and his daily life. These images are the causes of our problems for they divide man from man. His perception of life is shaped by the concepts already established in his mind. The content of his consciousness is his entire existence. This content is common to all humanity. The

individuality is the name, the form and superficial culture he acquires from tradition and environment. The uniqueness of man does not lie in the superficial but in complete freedom from the content of his consciousness, which is common to all mankind. So he is not an individual."

ইসলামের সমালোচনা করিলেই কাহারো কাহারো মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। সম্ভবত সমালোচনা সহ্য করিবার রীতি ই ইসলামে গড়িয়া উঠে নাই। আর তাই হাজার খানেক বিন লাদেন আর গোলাম আজমদের জন্ম দিলেও আজ পর্যন্ত ইসলাম কোন বার্ট্রান্ড রাসেল বা রামমোহনের জন্ম দিতে পারে নাই। ইসলাম আজ জগদ্দল পাথরেরে মত স্থবির হইয়া পড়িয়াছে।

ইসলামের সমালোচনা করিলে আবিদ সাহেবের সমস্যাটি কি হয়, তাহা তো বুঝিলাম না। প্রয়োজনে সমালোচনা তো করিতেই হইবে। ধরা যাক, কোন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রীর সহিত নারী সমাজের উপর কোরাণের নির্দেশ নিয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইল। সঙ্গত কারণেই তো তখন সূরা নিসার প্রসংগ আসিয়া পড়িবে। বলিতে হইবেই যে কোরাণ স্বামীকে অনুমতি দিয়াছে প্রয়োজনে স্ত্রীকে প্রহার করিবার। অনিবার্যভাবে আরো বলিতে হইবে যে, কোরাণ নারীকে সম-সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। যাহা সমালোচনার যোগ্য, তাহাকে তো সমালোচনা করিতেই হইবে। এই বিশ্বে সবারই সবার সমালোচনা করিবার অধিকার রহিয়াছে। আমেরিকায় রিপাবলিকানরা ডেমোক্রেটদের রাজনৈতিক দর্শনের সমালোচনা করিতেছে। দেশে আওয়ামীলিগ সমালোচনা করিতেছে বি এন পি'র। কংগ্রেস করিতেছে বি জে পি'র। শুধু ধর্মের বেলাতেই তাহারা 'বিশেষ অনুগ্রহ' দাবী করেন কেন?

ধার্মিকরা যতই ক্রন্দন করুক না কেন, সমালোচনা বাদ দিয়া ধর্মকে ফুল-চন্দন দিয়া যাহার পর নাই আপ্যায়ন করিবার কোন যৌক্তিক কারণ নাই। অন্ধবিশ্বাসের অচলায়তনে আঘাত করিতে গেলে ধর্মের সমালোচনা করিতেই হইবে। আবিদ সাহেব আহ্বান জানাইয়াছেন, ধর্ম নয়, ধর্মের অপব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে লিখিবার জন্য। না আবিদ সাহেব, একটি গোলাম আজম কিংবা আদভানীকে লইয়া লিখিলে সমস্যার আশু সমাধান হইবে না। বিষবৃক্ষকে বাঁচাইয়া রাখিয়া উপরে কাঁচি চালাইলে কোন লাভ নাই। লিখিতে হইবে গোলাম আযম তৈয়ারীর কারখানাটির বিরুদ্ধে। তসলিমা নাসরিনের ভাষায়,

I don't find any difference between Islam and Islamic fundamentalists. I believe religion is the root, and from the root fundamentalism grows as a poisonous stem. If we remove fundamentalism and keep religion, then one day or another fundamentalism will grow again. I need to say that because some liberals always defend Islam and blame fundamentalists for creating problems. But Islam itself oppresses women. Islam itself doesn't permit democracy and it violates human rights.

আবিদ সাহেব যদি 'ধর্মবিশ্বাসে আঘাত' লইয়া এতটাই উদ্বিগ্ন হন, তাহা হইলে বলুন না কেন, আমাদের মহানবী যখন মক্কা বিজয়ের পর কাবার সমস্ত মূর্তি ধ্বংস করিয়া ইসলাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তখন কি তাহার কাজ কাফিরদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে নাই? তখন কোথায় থাকে তাহার মানবিক উপদেশ, অর্থহীন ক্রন্দন? 'ধর্মবিশ্বাসে আঘাত' লইয়া আবিদ সাহেব এতটাই ব্যাকুল, কিন্তু কই, ইসলাম নিজেই যখন বিধর্মীদের অধিকার হরণ করে তখন কেন তিনি মুখে কুলুপ আটিয়া থাকেন? মহানবী যখন বণি কুরাইজার ইহুদীদের নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিলেন, তখন কোথায় থাকে আবিদ সাহেবদের উপদেশ? কি ভাবে তিনি নীচের কোরানের আয়াতগুলোকে তাহার মানবিক দৃষ্টিকোন হইতে ব্যাখ্যা করিবেন?

9:123 Oh ye who believe! Murder those of the disbelievers and let them find harshness in you.

9: 5 Slay the idolaters wherever you find them

9: 29 Fight those who do not believe in God and the last day... and fight People of the Book, who do not accept the religion of truth (Islam) until they pay tribute by hand, being inferior

3: 85 Whoso desires another religion than Islam, it shall not be accepted of him; in the next world he shall be among the losers.

5: 11 And as for those who disbelieve and reject Our Signs, they are the people of Hell"

9: 28 O you who believe! Verily, the Mushrikûn (unbeleivers) are Najasun (impure). So let them not come near Al-Masjid-al-Harâm (at Makkah) after this year, ...

2: 193 Fight them on until there is no more tumult and religion becomes that of Allah"

22: 9"As for the unbelievers for them garments of fire shall be cut and there shall be poured over their heads boiling water whereby whatever is in their bowls and skin shall be dissolved and they will be punished with hooked iron rods. "

9: 23 O ye who believe! take not for protectors your fathers and your brothers if they love Infidelity above Faith: if any of you do so, they do wrong.

25: 52 So obey not the disbelievers, but strive against them herewith with a great endeavor.

66: 9O Prophet! Strive against the disbelievers and the hypocrites, and be stern with them. Hell will be their home, a hapless journey's end.

47: 4 When you meet the unbelievers, strike off their heads; then when you have made wide slaughter among them, carefully tie up the remaining captives.

3: 28 Let not the believers take for friends or helpers unbelievers rather than believers: if any do that, in nothing will there be help from Allah. except by way of precaution, that ye may guard yourselves from them. But Allah cautions you (to fear) Himself; for the final goal is to Allah.

আবিদ সাহেব বোকা সাজিবার ভান করিয়া বলিয়াছেন, 'কোরানে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে, বিধর্মীদের বিরুদ্ধে কি বলা আছে তা আমরা সাধারণ মানুষেরা জানিনা!' সুযোগ বুঝিয়া বোকা সাজিয়া গেলে চলিবে কেন আবিদ সাহেব! ইসলামকে আর কোরাণকে সমর্থন করিবার গুরু-দায়িত্ব যখন হাতে লইয়াছেন, তখন পলাইলে চলিবে কেন? কোরানকে 'book of guidance' বলিবেন, আবার পরক্ষণেই চক্ষু মুদিয়া বলিবেন, উহাতে কি লেখা আছে জানি না - এইরূপ আবিমৃষ্যকারীতা কেন? দোকান হইতে মানচিত্র কিনিতে গিয়া যদি আপনি বোঝেন যে, মানচিত্রে কিছু কিছু স্থানের অবস্থান ভুলভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, আপনি কি সেই মানচিত্র ক্রয় করিবেন? না করিবেন না, কারণ উহা আপনাকে misguide করিবে। মেডিকেলের কোন বই এ যদি শুদ্ধ ঔষধের পাশাপাশি কিছু ভুল ঔষধের তালিকা লিপিবদ্ধ থাকে যাহা পান করিয়া রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে - উহা জানিবার পর কি ওই বইয়ের কোন ব্যবহারিক মূল্য আপনাদিগ কাছে থাকিবে? আবিদ সাহেব দাবী করিয়াছেন যে উনি ইসলাম শিখিয়াছেন কোরান পড়িয়া নয়, পারিবারিক পরিবেশ হইতে। যদি পরিবেশ হইতেই উনি ভাল-মন্দ যাচাই করিবার ক্ষমতা অর্জন করেন, তবে বলিতেই হইবে ওই পবিত্র বইয়ের লেখক অপেক্ষা আপনার জ্ঞান-বুদ্ধি অনেক বেশী। তাহা হইলে আর কোরাণকে অনুসরণ করিবার পরামর্শ দেওয়া কেন? আপনি যদি এমনিতেই বুঝিয়া যান, কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল, কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ, তাহা হইলে তো আর কষ্ট করিয়া কোরাণ পড়িবার প্রয়োজন হয় না। কেনই বা তাহাকে 'book of guidance' বলা।

যাহা হওউক, আমার লিখা এইখানেই শেষ করিতে চাহি। তবে শেষ করিবার পূর্বে আবিদ সাহেবকে কিছু কথা জানাইতে চাহি। নাস্তিকদের ফোরাম, ভারতীয় দালাল বলিয়া মুক্ত-মনা কিংবা ভিন্নমতকে আর দাবাইয়া রাখিবার উপায় নাই। ১১ই সেপটেম্বরের পর সকলের চোখ খুলিয়া গিয়াছে। সারা বিশ্বের দিকে তাকান - দেখিবেন ফতেমোল্লারা নহে, ক্রমশঃ একঘরে হইয়া যাইতেছেন আপনারা ইসলামিস্ট রা। এখন আর সব কিছুতে 'ইহুদী-নাসারাদের চক্রান্ত' অথবা 'ভারতীয় নীল-নক্সা' আর খুঁজিয়া লাভ

নাই। কিছুকাল পূর্বেও মুক্তমনা বা ভিন্নমতের মত সাহসী ওয়েব সাইটের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আজ রহিয়াছে। সাহসী লেখক-লেখিকারা নির্ভয়ে ধর্মের অরাজগতার বিরুদ্ধে লিখিতে পারিতেছে, আমরা পড়িতে পারিতেছি - ইহা কি আবিদ সাহেবের গাত্র দাহের কারণ? মুক্তমনা আর ভিন্নমতের বিরুদ্ধে আবিদ সাহেবের এত্ত বিরাগ, কিন্তু কখনো কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন, মুক্ত-মনা বা ভিন্নমত কিন্তু তাহার লেখাকে ছাপিবার অযোগ্য মনে করে না, বরং গুরুত্ব দিয়াই ছাপায়। কিন্তু তাহার পরিচিত ইসলামী সাইট গুলি কি কামরান মির্জা, আবুল কাশেম বা ফতেমোল্লার লেখা ছাপিবার সাহস করিবে? আবিদ সাহেব মুক্ত-মনার সংজ্ঞা খুঁজিতেছিলেন না? এই উদাহরণ হইতেই তিনি তাহার সংজ্ঞা পাইবেন। আবিদ সাহেব হয়ত দেখিবেন যে, মুক্ত-মনা এবং ভিন্নমতের প্রারম্ভেই Voltaire এর একটি বাণী সংগৃহীত আছে - "I may disagree of what you say, but I will defend to the death your right to say it." আবিদ সাহেব প্রশ্ন করিয়াছেন মুক্তমনা হইতে হইলে নাস্তিক হইতে হয় কিনা। বোধ হয় না। Voltaire বোধহয় নাস্তিক ছিলেন না। কিন্তু তাহার পরও মুক্তমনা এবং ভিন্নমত কেন Voltaire এর বাণীটিকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়াছে, তাহা আবিদ সাহেব উপলব্ধি করিবেন আশা রাখি।

পুনশ্চঃ নীচে 'ধর্মবিশ্বাসে আঘাত' লইয়া ফতেমোল্লার একটি প্রবন্ধ জুড়িয়া দিলাম আবিদ সাহেবের উদ্দেশ্যে। ইহা পূর্বে কোথায় যেন ছাপা হইয়াছিল মনে পড়িতেছে না, বোধ হয় তাহার নাস্তিকদের ফোরামে হইবে।

তুষার।

BODDO LEGECHHE.

(U-u-u, - I AM HURT!).

A piece of white cloth. Tied with my forehead, since long.

"KE DEKHECHHE, KE DEKHECHHE , DADA DEKHECHHE,
DADAR HAATE KOLOM CHHILO, CHHnURhE MERECHHE,
Uff ! BODDO LEGECHHE !!"

(From an old Bengali poem, apology to non-Bengali readers).

There is a scream in BD about a simple stage-drama. Uff ! BODDO LEGECHHE !!. Whenever a question about Islam/Muslims comes up, or there is a critisism sweet or bitter, we hear from our Islami Leadership "Our religious sentiment is hurt!" ("Uff! Boddo Legechhe").

Why? Every now and then Boddo Lage Keno?? You kill mankind and expect people to keep quiet! You continue a silent genocide on our women and expect us to keep silent! You kick out our mothers' sisters' eyewitness from your legal courts in Hudud cases and expect us to carry that monkey on our back forever! You disgrace all non-Muslims in your laws and talk about peace! You mislead us with your cunning game of sweet advice and cruel systems and ask us to believe you! In the tender minds of our kids you secretly sow the dangerous poison of hate to all non-Muslims of the world as "Kafir!!!!!", you migrate to the West to share

their wealth and destroy hard-earned values of mankind, and whenever we protest, you scream, "BODDO LEGECHHE"?

No, Boddo Lagle Cholbena. Yours, Islami Leadership's huge debt to humanity has to be paid off. Doesn't it bother you as a human being? Isn't it a qualified question, what is there in Islam that made each of you actively support the mass-killing and mass-rapes of Napak army in BD in 1971? Is it foolish to ask what is there in Islam that made each of all the Muslim countries of the world support the same genocide / mass-rape? Is it a crime to find out why and how cruel Laws are established as part of a divine religion? Is it wrong to ask why the raped women are punished to death /r by flogs by Islami Law? These are life and death question of humanity, have you ever bothered to take the women's' opinion about the laws that affect them? Ever asked how they feel about it?

No, you did not. Women must not have opinions about their place in your laws. You played god in their lives without asking them a thing.

These are commonsense questions. Whenever these questions were asked, you screamed - BODDO LEGECHHE, and always branded the questioners as "MURTADS" to torture and kill them. Don't you know anything else than killing the ones who do not subscribe to your opinion? Look, what you did with these gems of human intellectuals and philosophers:-

1. Mansur Al-Hallaj - You killed this 10th Century Sufi master, the mentor of popular Sufi poet Rumi.

2. Ali Dashti - You imprisoned and tortured to death this statesman and Islamic historian.

3. Naguib Mafouz- Nobel Laureate with a death-Fatwa, narrowly escaped your knife in 1994.

4. Farag Foda- You shot him to death after branding him an apostate.

5. Anwar Sheikh - You targeted him with your death fatwa, still alive.

6. Nasr Abu Zaid- Quranic scholar, you convicted him of apostasy. Still alive, but remains your target.

7. Rashad Khalifa- Islamic reformer, you declared him apostate issued by 38 Islamic scholars in Saudi Arabia, and killed him in 1990 in Tuscon, Arizona.

8. Matoub Lounes - Algerian- you killed him in 1998.

9. Dr. Younus Shaikh- Pakistani physician and lecturer, you sentenced him to death for the "crime" of stating the Prophet of Islam's parents was not Muslim and the prophet was not circumsized.

10. Nawal El-Saddaawi -narrowly escaped your conviction as an apostate.

11. Tahmineh Milni -You arrested and charged for "waging war against God". Her "crime" was making a film that contained references to the miserable conditions of women under the Islamic regime of Iran.

12. Mahmoud Muhammed Talal - Critic of Sharia (Islamic law). You hanged him through Islamic court.

Want more examples? Look at Maimonides in Cairo, Amir Yunis in Lebanon, Rashid Uddin in Tabriz, Jadd Bin Dirham in Kufa, Bashir Bin Burd in Iraq, Yahia Suhrawardi (of ?), Said Sarmad of Dilli.....

NONE OF THEM DECLARED LEAVING ISLAM. THEIR BODIES MOVED RESTLESS IN PAIN BEFORE DEATH. THEIR SACRED BLOOD FLEW. AND YOU WERE NEVER PUNISHED. DO YOU THINK WE EVER FORGOT IT?

Muslim thinkers are not safe from you knife, what "peaceful Islam" to non-Muslims you are talking about, you, the Islami Leadership ?

Those were gems of human intellectuality and imagination, with tremendous vision of future. You simply did not want them to live. Do you see sacred blood of those thinkers on your lips? But gone are the days to shut the questions up by your "Islami" violence. Gone are the days of picturing the questioners as paid agents of West or Jews. Indeed there are some hate-groups who wrongly picture everything Islamic as evil. But they have absolutely no bearing on the mainstream peaceful Muslims. Your intentional mixing the critiques with the hate groups is not less foolish but more dishonest, as ever.

Stop your "BODDO LEGECHHE". Change your attitude, stop character-assassination to kill. Believe in federation, not in fusion. Mankind has to bloom with multi-color petals. Else we are here committed to those pioneers to resist your knife. Our lives are not your toys to play with.

Here is the piece of white cloth, my "Kafon", tied with my forehead since long.

That is the only language you understand, it seems.

fatemolla.

29 Sept, 30 Muktishon (2002).